সংবাদ

তারিখ ... 09 FEB 2005 ...

বদরগঞ্জে মধ্যরাতে অনুষ্ঠিত হলো মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

ঘুষের টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে ফলাফল স্থগিত ঘোষণা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার একটি মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শুক্রবার মধ্যরাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০ কিলোমিটার দূরে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে; কিন্তু প্রার্থীদের কাছে আগে থেকে চুক্তি করা ঘুষের টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মাদ্রাসা সুপার এবং পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ায় পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

বদরগঞ্জ উপজেলার দামোদরপুর এইচ মাদ্রাসার কলেজ শাখায় বাংলা, ইংরেজি ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রভাষক পদে একটি করে ৩টি পদে এবং স্কুল শাখার জন্য জুনিয়র শিক্ষক, মৌলভী শিক্ষক, কম্পিউটার, কৃষি ও বিএসসি বায়োলজি শিক্ষকের ৫টি পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জনপ্রতি দেড় থেকে দু'লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে চাকরি দেয়ার কথা পাকাপাকি করে ৮ জন প্রার্থীর সঙ্গে এবং ঘুষের টাকাও আগাম নিয়ে নেয়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে আবেদনকারীরা নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল। সে কারণে চাকরি প্রত্যাশী ও এলাকাবাসীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে কয়েক দফা পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলেও তাদের পছন্দমতো প্রার্থীদের নিতে পারবে না মনে করে পরীক্ষার তারিখ কয়েক দফা পিছিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে গত ৩০ জানুয়ারি কয়েকজন চাকরি প্রত্যাশী যুবক একটি লিখিত অভিযোগ বদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুল আলমের কাছে প্রদান করে।

শুক্রবার মধ্যরাতে দামোদরপুর মাদ্রাসায় পরীক্ষা না নিয়ে বদরগঞ্জ উপজেলা ক্যাম্পাসে অবস্থিত চেতনা বিদ্যা নিকেতন নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরজা-জানালা বন্ধ করে ওইসব পদে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। জানা গেছে কলেজ শাখায় ২১ জন আবেদনকারীদের মধ্যে ১০ জন, স্কুল শাখায় ৩৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয় । এদের মধ্যে অনেকেই গোপনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জানতে পেরে পরীক্ষা দিতে আসে; কিন্তু কম্পিউটার বিষয়ে ৫ জন আবেদনকারীর একজনও পরীক্ষা দিতে আসেনি। তারা কেউই পরীক্ষার বিষয় জানতো না বলে জানিয়েছে। পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যাদের ঘুষের টাকার লেনদেন হয়েছে তাদের পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। চাকরি প্রার্থী শফিয়ার রহমান অভিযোগ করেন, ২০০১ সাল থেকে মাদ্রাসাটিতে এডহক কমিটি রয়েছে এবং আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। মাদ্রাসা কমিটির নির্বাচন আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা। অন্যদিকে মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনত্র বদলি হওয়ার কথা, সে কারণে তড়িঘড়ি করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা না নিয়ে ২০ মাইল দূরে উপজেলা সদরে নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গভীর রাতে নেয়া হয়। শুক্রবার প্রহসনের পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি নিয়ে আবেদনকারীরা হইচই শুরু করলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তড়িঘড়ি করে ফলাফল স্থগিত করা হলো বলে ঘোষণা দিয়ে সটকে পড়েন।